Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-IV, July 2021, Page No.37-45
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

নাগার্জুনের শূন্যবাদ ও শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের একটি তুলনামূলক আলোচনা

জেনারুল সেখ
অতিথি প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, সোফিয়া গার্লস কলেজ

Abstract

Nagarjuna and Shankaracharya both are well known as the highest ranking philosopher in India and abroad. Of all the Aristocratical philosophers in India today, Nagarjuna has established the of pure sunyavada doctrine in his philosophy. Although he established his sunyavada based on the Buddhist doctrine of pratityasamutpada (Dependent Origination). Similarly Shankaracharya wanted to present his philosophical doctrine based on the Upanishads i.e. Brahma Sutras and he established Advaitism. But most modern scholars of Buddhism think that there is little difference between Shankaracharya's Advaita Vedanta and Nagarjuna's sunyavada. Again Advaita Vedantikas think that there is a big difference between Shankaracharya's Advaita Vedanta and Nagarjuna's sunyavada . If there are similarities between the two philosophical theories, if we call them the same, then what do we say if there are similarities with all the philosophical theories of the world? So I have tried to show in this article that there are some similarities between the two doctrines. In the Same way there are differences or contradictions. So by properly interpreting the meaning of the doctrines of both philosophers, we can get the right information. In this attempt, I have only given a comparative discussion of Nagarjuna's sunyabada and Shankaracharya's Advaita Vedanta in my present paper.

Key words: Sunyavada, Advaitavada, Catuskoti Vinirmukta, Samvrtti Satta, Anirvcaniya

ভূমিকা : নাগার্জুন ও শঙ্করাচার্য্য উভয়ই প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয় দর্শনে এক অমুল্য সম্পদ। বিখ্যাত অস্তিত্ববাদী দার্শনিক, কার্ল ইয়েসপার্স তাদেরকে বিশ্বের মহান চিন্তাবিদদের মধ্যে স্থান দিয়েছেন।[১] আমরা ভারতীয় দর্শনে সমানতন্ত্র সম্প্রদায় দেখে থাকি। নাগার্জুনের শূন্যবাদ ও শঙ্করাচার্যের বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ সমানতন্ত্র না হলেও, বারংবার এই দুই দার্শনিক সম্প্রদায়ের নাম একইসাথে উঠে আসে। মনে করা হয় শঙ্করাচার্য নাগার্জুনের কাছে বিশেষভাবে ঋণী ছিলেন। ভারতে বর্তমান সমস্ত ধ্রুপদী দার্শনিকদের মধ্যে নাগার্জুন খাঁটি শূন্যবাদী মতবাদ তার দর্শনে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। ঠিক একইভাবে শংকরাচার্য বিশুদ্ধাদ্বৈতাবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

যাইহোক নাগার্জুন ও শংকরাচার্য্য উভয়ই দার্শনিক তাদের মতবাদ দ্বারা ভারতীয় দর্শনকে সাফল্য মন্ডিত করেছেন।

নাগার্জুনের শূন্যবাদ: নাগার্জুনের দার্শনিক মতবাদ হল শূন্যবাদ, যার অপর নাম আপেক্ষিকবাদ (The theory of relativity)। নাগার্জুন দ্বান্দ্বিক যুক্তির সাহায্যে এই মতবাদ প্রচার করেন। তাঁর এই শূন্যবাদ বুদ্ধের 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' (সবকিছু শর্তাধীন), মতাবাদ থেকে নিঃসৃত হয়েছে।

বৌদ্ধ মতে অবিশ্বাসী সম্প্রদায়গণ শূন্যবাদ বলতে বুঝিয়েছেন বিশ্বজগতে সত্তা বলে কিছুই নেই। সবকিছুই শূন্য (সর্বং শূন্যং)। এই যুক্তি থেকে মনে হয় যে, মাধ্যমিক মতানুযায়ী সব কিছুই মিথ্যা। এই যুক্তির উপর নির্ভর করে ভারত তথা সুদূর পাশ্চাত্যে, মাধ্যমিক মতবাদ সর্ববৈনাশিকবাদ বা নাস্তিত্ববাদ (Nihilism) রূপে পরিচিত হয়। মাধ্যমিকদের ব্যবহৃত 'শূন্য' শব্দটি প্রধানত এই ধারণার জন্যই দায়ী। কেননা সাধারণত 'শূন্য' বলতে শূন্যতা (void) বা নাস্তিত্বকেই (Nothingness) বোঝায়। কিন্তু এই দর্শন একটু গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে দেখায় যায় যে, মাধ্যমিক মতবাদ বাস্তবিক নাস্তিত্ববাদ নয়। কেননা এই মতবাদ সবকিছুকে অস্বীকার করে না। শূন্য বলতে বোঝায় অবাচ্য বা অনভিলাপ্য, বেদান্তকে অনুসরণ করে অনির্বচনীয়ও বলা যেতে পারে। যেহেতু পরমতত্ত্ব চতুস্কোটি বিনির্মুক্তি। ব্যবহারিক দিক থেকে 'শূন্য' বলতে প্রতীত্যসমুৎপাদ ও আপেক্ষিকতাকে বোঝায়, যাকে সংসারও বলা যায়। পারমার্থিক দিক থেকে 'শূন্য' বলতে বোঝায় সত্তাকে (তত্ত্বকে), বহুত্ব বা জগৎ প্রপঞ্চ থেকে মুক্ত।

নাগার্জুন মাধ্যমিক মতবাদের প্রধান প্রবক্তা। এই মতবাদকে 'মাধ্যমিক' বলা হয় যেহেতু তা মধ্যম পন্থাকে গ্রহণ করে। এই মতবাদ অনুযায়ী সৎ-অসৎ, নিত্য-অনিত্য, শ্বাশত-অশ্বাশত, আত্মা-অনাত্মা ইত্যাদি কোন মতবাদ চুড়ান্তভাবে সত্য নয়। নাগার্জুন এই মতবাদকে 'শূন্যবাদ' বলেছেন। শূন্যতার উপলব্ধি হলে প্রপঞ্চসমূহ ধ্বংস হয়। মায়া, মোহ, লোভ, দ্বেষ প্রভৃতি প্রপঞ্চ মানুষের চিত্তকে আচ্ছন্ন করে রাখে। শূন্যতার উপলব্ধি হলে প্রপঞ্চসমূহের আত্যন্তিক বিনাশ ঘটে।

নাগার্জুনের মতে, "শূন্যতা উপলব্ধি ও নির্বাণের উপলব্ধি এক ও অভিন্ন। তিনি মাধ্যমিককারিকার ৭১ নং কারিকায় বলেছেন-

"প্রভাবতি চ শূন্যতেয়ং যস্য প্রভবন্তি তস্য সর্বাথাঃ।
প্রভাবতি ন তস্য কিঞ্চিন্ন ভবতি শূন্যতা যস্য। । "

"যিনি শূন্যতাকে উপলব্ধি করেন তিনি সর্ববিধ অর্থ (যা কিছু হিতকর এবং আত্মোন্নতি ও দুঃখমুক্তির পথে সহায়ক) হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কিন্তু যিনি শূন্যতা উপলব্ধি করতে না পারেন তাঁর কিছুই বোধগম্য হয় না। "[২]

চতুস্কোটি বিনির্মুক্ত : আমরা জাগতিক যেকোন পদার্থকে চার রকমভাবে জানতে পারি। ১. সৎ, ২. অসৎ, ৩. সদসৎ ও ৪. সদসৎভিন্ন। কিন্তু পরমসত্তাকে এই চারটি কোটি বা বিকল্পের কোনটির

দ্বারাই জানা যায় না। চতুস্কোটি বিনির্মুক্ত বলে পরমসত্তাকে শূন্য বলা হয়েছে (তত্ত্বং সদসদুভয়ানুভয়াত্মক চতুস্কোটি বিনির্মুক্তং শূন্যমেব) পরমসত্তা অনির্বচনীয়, যেহেতু তা চতুস্কোটি বিনির্মুক্ত।[৩]

সংবৃত্তি সত্য ও পারমার্থিক সত্য : নাগার্জুনের দর্শনে দুই প্রকার সত্তা স্বীকৃত হয়েছে, যথা সংবৃত্তি সত্য ও পারমার্থিক সত্য। যার উপর ধর্ম সম্পর্কে বুদ্ধদেবের উপদেশ নির্ভরশীল। তাঁর মতে যারা এই দুই প্রকার সত্যের মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যর্থ তাঁরা বুদ্ধের গভীর শিক্ষা রহস্য বুঝতে অক্ষম। ব্যবহারিক জগতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি সংবৃত্তি সত্যের কথা বলেছেন। 'সংবৃত্তি' শব্দটির অর্থ হল আবৃত বা ঢেকে রাখা। 'সংবৃত্তি সত্য' বলতে বোঝায় সকল বস্তু হেতুপ্রত্যয়জাত, পারস্পারিক নির্ভরশীলতাহেতু তাদের উৎপত্তি, স্থিতি কিংবা লয় হয়। সংসার সত্তা সাপেক্ষ, নিরেপেক্ষ নয়। সংবৃত্তি সত্য হল বিকল্প এবং অবিদ্যা যুক্ত। পারমার্থিক সত্য হল চতুস্কোটি বিনির্মুক্ত, পরমসত্তা, জ্ঞানোৎপত্তির সকল হেতুপ্রত্যয়াদির প্রয়োগের অতিবর্তী, প্রপঞ্চশূন্য। সংবৃত্তি সত্য উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে সংসারের সাপেক্ষসত্তা, নিঃস্বভাবতা উপলব্ধিই দুঃখসমুদায় ধ্বংস করে। সংবৃত্তি জ্ঞানের দ্বারাই পারমার্থিক সত্যকে জানা যায়। তাই তিনি জগতকে অস্বীকার করেন নি।

এই মতে আর্যসত্য চার প্রকার, যথা- ১. দুঃখ, ২. দুঃখ সমুদয়, ৩. দুঃখ নিরোধ অর্থাৎ নিবৃত্তি এবং ৪. দুঃখ নিরোধ মার্গ। এই চার প্রকার আর্যসত্যকে আবার দুই ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম তিনটি সংবৃত্তি সত্যের অন্তর্গত এবং চতুর্থটি পারমার্থিক সত্যের অন্তর্গত। সংবৃত্তি সত্যের অর্থ লৌকিক প্রতীতিতে সত্য, বাস্তবিক সত্য নয়। পারমার্থিক সত্যই প্রকৃত সত্য। আর এই পারমার্থিক সত্যই নাগার্জুনের দর্শনে শূন্যবাদ রূপে খ্যাতি লাভ করেছেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সংবৃত্তি ও পারমার্থিক এই দুই প্রকার সত্যের স্বীকৃতি, অবভাসিক জগতের অস্বীকৃতি, পারমার্থিক সত্তার নেতিমূলক বর্ণনা, চতুস্কোটির ধারণা – মাধ্যমিকদের এসব সিদ্ধান্ত গৌড়পাদ ও শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈবেদান্তের সঙ্গে গভীর সাদৃশ্যপূর্ণ।

শঙ্করের অদ্বৈতবাদ

আচার্য গৌড়পাদ প্রাচীন অদ্বৈতাচার্য্য হলেও ভারতে শঙ্করাচার্য্যই অদ্বৈতবেদান্তের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। অদ্বৈতবেদান্তের চিন্তারাজ্যে শঙ্কর হলেন অবিসংবাদী মহান পুরুষ। অদ্বৈতবেদান্ত বললে শঙ্করাচার্য্যকে বোঝায় এবং শঙ্করাচার্য্য বললে অদ্বৈতবেদান্তকে বোঝায়। শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য রচনার পর অদ্বৈতচিন্তাপ্রবাহ বিশ্ব- মানবের হৃদয়- রাজ্যে প্লাবিত করে সহস্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছে সুতরাং শঙ্করাচার্য্যই বেদান্তভাব- গঙ্গার যথার্থ ভাগীরথ।

অদ্বৈতবাদ: শ্রুতির সমর্থন ও ব্যাখার স্মৃতির সহায়তা গৃহীত হলেও, শ্রুতিমাত্র অনুসরণকারী যে মতবাদে সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত একমাত্র নিরাকার নির্গুণ, নির্বিষেশ ব্রহ্ম

ব্যতিরেকে কোন পদার্থের পারমার্থিক সত্তা স্বীকৃত নয়, তাই অদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের প্রধান প্রবক্তা শঙ্করাচার্য্য, অদ্বৈতবাদের মূল বক্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন-

"শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ। । "

অর্থাৎ কোটি কোটি গ্রন্থ যে সত্য প্রতিপাদন করতে ব্যস্ত, আচার্য তা শ্লোকার্ধেই ব্যক্ত করেছেন। এই মূল সত্য হল- 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন'। বস্তুত অদ্বৈতবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল ব্রহ্ম, জীব ও জগতের সমন্বয় প্রতিপাদন করা।

ব্রহ্ম : শঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ, শ্বাশ্বত, শুদ্ধ-চৈতন্য স্বরূপ। অদ্বৈতবেদান্ত মতে নির্গুণ ব্রহ্মই একমাত্র বা অদ্বিতীয় সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন। অজ্ঞানবশে আমরা পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তাকে সত্য বলে মনে করি, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের উদ্ভব হলে বোঝা যাবে চিৎস্বরূপ আমিই একমাত্র সত্য। তারই নাম ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম নির্গুণ। এই নির্গুণ ব্রহ্ম সর্ব্বদোষরহিত সুতরাং নিত্যশুদ্ধ, জড়ের বিপরীত বলে নিত্যবুদ্ধ এবং অসীম বলে নিত্যমুক্ত।[৪] বেদান্তশাস্ত্র এই নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব পরব্রহ্মকে সকলের আত্মা বলে নির্দেশ করেছেন, "অয়মাত্মা ব্রহ্ম। "

ঈশ্বর : ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় কিছুর কল্পনা অজ্ঞানের পরিণাম। এই অজ্ঞানের নামান্তর মায়া। তাই অদ্বৈতবাদকে মায়াবাদ বলেও অভিহিত করা হয়। শঙ্করাচার্য্যের মতে ঈশ্বর হলেন মায়া সৃষ্টি নির্গুণ ব্রহ্মের জীবাত্মার বুদ্ধিগ্রাহ্য সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। যদিও অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা উপাধি বিশিষ্ট হয়ে সে নিজেকে অণু, কর্তা এবং ঈশ্বরের অংশ বলে মনে করে। মায়ারূপ উপাধি বশতঃই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সগুণ সবিশেষ হয়ে থাকে, আর তখন তিনি ঈশ্বর বা মহেশ্বর রূপে পরিচিতি লাভ করেন। সগুণ ও নির্গুণ এরা পরস্পর কিন্তু স্বতন্ত্র নয়। যিনি স্বয়ং নির্গুণ, তিনিই মায়ার উপাধি গ্রহণ করে সগুণ ঈশ্বরে পরিণত হয়। এই সগুণভাব তাঁর লীলা মাত্র। এই লীলাময়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরই প্রাণীগণের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে স্বেচ্ছায় মায়িক রূপ ধারণ করে জগতের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন।[৫]

জীব : প্রকৃতপক্ষে জীব হল সর্বব্যাপী এবং ব্রহ্ম হতে অভিন্ন। জীব ও জগৎ সমস্তই ব্রহ্মের মায়িক বিলাস। জীব ব্রহ্মেরই প্রতিচ্ছবি বা প্রতিবিম্ব। সূর্য্য যেমন বিভিন্ন জলপূর্ণ পাত্রে প্রতিফলিত হয়ে থাকে, ব্রহ্মও সেইরূপ বিভিন্ন অন্তঃকরণ বা বুদ্ধিদর্পণে প্রতিফলিত হয়ে থাকেন। এই প্রতিবিম্বই জীব বিম্ব ও প্রতিবিম্ব অভিন্ন সুতরাং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব জীব বস্তুতঃ অভিন্ন। এই মত অদ্বৈতবেদান্তে **"প্রতিবিম্ববাদ"** বলে প্রসিদ্ধ।

ব্রহ্মের এই প্রতিবিম্ব অবিদ্যাযুক্ত সুতরাং জীবভাব ও জীবের সংসারলীলা সমস্তই অজ্ঞানের খেলা।[৬] পরব্রহ্মের ঈশ্বরভাবও যেমন মায়িক, জীবভাবও সেইরূপই মায়িক। পার্থক্য এই যে, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি, জীব অল্পজ্ঞ ও অল্পশক্তি। ঈশ্বর নিয়ন্তা, জীব তাঁর নিয়ম্য। মায়া ঈশ্বরের বশ, জীব মায়ার বশ। ঈশ্বরের উপাধি সমষ্টি মায়া আর জীবের উপাধি ব্যষ্টি অবিদ্যা।

জগৎ : শঙ্করাচার্য্যের এই জগৎ কে মায়াময় বলেছেন। তাঁর মতে এই জগৎ মায়াময় হলেও কিন্তু আকাশকুসুমের মত অলীক বা অবাস্তব নয়। এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞান উদয় না হওয়া পূর্বপর্যন্ত ব্যবহারিক জগতের সত্যতা অবশ্য স্বীকার্য। আচার্য শঙ্কর বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মতবাদ নিরাস-প্রসঙ্গে জগতের ব্যবহারিক সত্যতা স্পষ্টবাক্যেই স্বীকার করেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন ক্রিয়াশীল আছে এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি তাদের নিজ নিজ বিষয় দর্শন করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের জ্ঞেয় জগৎপ্রপঞ্চ আছে। আত্মবিচারের ফলে মন ও ইন্দ্রিয়গুলি ধ্বংশ হলে দ্বৈতজগতের বিনাশ ঘটবে।[৭] এবং তখন জগৎ মিথ্যারূপে প্রতীয়মান হবে।

মায়া : শঙ্করাচার্য্যের মতে, মায়া ও অবিদ্যা বস্তুতঃ অভিন্ন। মায়া সত্ত্ব, রজ ও তম গুণযুক্ত সুতরাং অবিদ্যা বা অজ্ঞানকে শঙ্করের অদ্বৈতবেদান্ত মতে বিদ্যা বা জ্ঞানের অভাবস্বরূপ বলা চলে না, অবিদ্যা বা অজ্ঞান হল ভাবস্বরূপ (Positive) ও বস্তুভূত। এই অবিদ্যা জগৎ সংসারের প্রধান কারণ। অবিদ্যা যদি এই জগৎ সংসারের মূল কারণ হয় তাহলে তাকে অসৎ বলা যায় কিরূপে। অবিদ্যাকে যেমন অসৎ বা অভাবস্বরূপ বলা যায় না তেমন সদবস্তু বলেও স্বীকার করা যায় না। কেননা যা সৎ তা সর্বদা উপস্থিত থাকবে, তাঁর কখনও বিনাশ হয় না, বা হতে পারে না। বিদ্যা বা জ্ঞানের অবির্ভাবে অজ্ঞানের বিনাশ হয়ে থাকে সুতরাং অবিদ্যা কখন সৎবস্তু হতে পারে না। অবিদ্যার বিষয় সত্য বলে মনে হলেও কিন্তু তা অংশত সৎ, আবার অবিদ্যা বিনাশ হয় বলে তা অংশত অসৎ। বেদান্ত মতে অবিদ্যা সদস্বরূপ নয়, অসদস্বরূপও নয় সদসদস্বরূপও নয়। এই জন্যই অবিদ্যা **'অনির্বচনীয়'** বলে প্রসিদ্ধ। অবিদ্যা যেমন অনির্বচনীয়, অবিদ্যারকার্য্য জগৎও সেইরূপ অনির্বচনীয়, অবিদ্যারমূলে যে অধ্যাস বা মিথ্যাদৃষ্টির আবির্ভাব হয় সেটিও অনির্বচনীয়। মিথ্যাদৃষ্টিকে শঙ্করাচার্য্যের তাঁর অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনে **'অনির্বচনীয়খ্যাতি'** নামে অভিহিত করেছেন। যা অনির্বচনীয় তাই মিথ্যা। মায়াও মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা, একমাত্র অদ্বয় পরব্রহ্মই সত্য।

সত্তাত্রৈবিদ্যবাদ : শঙ্করাচার্য্য তিন প্রকার সত্তা বা দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছেন – **১.** পারমার্থিক, **২.** ব্যবহারিক ও **৩.** প্রাতিভাসিক। ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ, ব্রহ্ম বিষয়ে সাক্ষাৎ

উপলব্ধি হলে যার সত্যতা জানা যায়, সেই পদার্থই পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সৎ। এই দৃষ্টিতে বিভূ, নিত্য ও যাবতীয় বস্তুর স্বরূপ-সত্তারূপে ব্রহ্ম পারমার্থিক সৎ। অপরপক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত যে সব পদার্থ সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়, তার সত্যতা হল ব্যবহারিক সত্যতা। তার মানে প্রতীয়মান সব বস্তুই সেই বস্তুরূপে ব্যবহারিক সৎ, যেমন, রজ্জুরূপে রজ্জু। আর ভ্রমজ্ঞানের বিষয় হল প্রাতিভাসিক সত্তা। প্রাতিভাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা সত্য। রজ্জুতে যখন সর্পভ্রম হয়, তখন সর্পের সত্তাটি প্রাতিভাসিক।

অদ্বৈতমতে কেবল ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্যতা আছে। জগতের ব্যবহারিক সত্যতা আছে, কিন্তু পারমার্থিক সত্যতা নেই। রজ্জুতে যখন সর্পভ্রম হয়, তখন সর্পের সত্তাটি প্রাতিভাসিক। আবার যখন সর্পের যথার্থ জ্ঞান হয়, তখন সর্পের সত্তাটি ব্যবহারিক। বস্তু বিষয় না থাকলে বিষয়ের জ্ঞান হয় না যেমন আকাশকুসুমের জ্ঞান হয় না। যেহেতু আকাশকুসুম নেই। কিন্তু প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক জগতের জ্ঞান আমাদের হয়। সুতরাং, প্রাতিভাসিক এবং ব্যবহারিক দুটি জগৎ আছে।

নাগার্জুন ও শঙ্করাচার্য্যের দর্শনের সাদৃশ্যঃ- নাগার্জুন ও শঙ্করাচার্য্য উভয়ই জগতের মিথ্যাত্বের প্রতি বিশেষ জোড় দিয়েছেন। তাঁর দুজনেই এই জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করেছেন, কিন্তু পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করেন নি। নাগার্জুনের মতে শূন্যতা এবং শঙ্করের মতে ব্রহ্ম একমাত্র পারমার্থিক সত্য। নাগার্জুন ও শঙ্কর উভয়ই জগতের বহুত্বের ব্যাখ্যায় অবিদ্যার (Ignorance) কল্পনা করেছেন। তাঁরা দুজনেই পারমার্থিভাবে বিশ্বস্রষ্ট্রা হিসেবে ঈশ্বর স্বীকার করেন নি। আমরা দেখেছি নাগার্জুন ও শঙ্কর উভয়ই বন্ধনের মূল কারণ হিসেবে অবিদ্যাকেই স্বীকার করেছেন এবং মুক্তি লাভের উপায় হিসেবে তত্ত্বজ্ঞানের উল্লেখ করেছেন। নাগার্জুন এই তত্ত্বজ্ঞানকে প্রজ্ঞা বা শূন্যতা বলেছেন আর শঙ্কর এই তত্ত্বজ্ঞানকে আত্মা বা ব্রহ্ম বলেছেন।

নাগার্জুন ও শঙ্করাচার্য্যের দর্শনের বৈসাদৃশ্যঃ- নাগার্জুন ও শঙ্করাচার্য্যের মতবাদের মধ্যে যেমন কিছু সাদৃশ্য রয়েছে, ঠিক একইভাবে বৈসাদৃশ্য বা বিরোধিতাও লক্ষ্য করা যায়। নাগার্জুনের দর্শনের শূন্যতার ধারণা পেলেও সেখানে সত্তার কোন বিভাগ নেই। বরং নাগার্জুন তাঁর দর্শনে দুই প্রকার সত্যকে স্বীকার করেছেন। সংবৃত্তি সত্য এবং অন্যটি পারমার্থিক সত্য। ব্যবহারিক জগতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি সংবৃত্তি সত্যের কথা বলেছেন। 'সংবৃত্তি' শব্দটির অর্থ হল আবৃত বা ঢেকে রাখা। 'সংবৃত্তি সত্য' বলতে বোঝায় সকল বস্তু হেতুপ্রত্যয়জাত, পারস্পারিক নির্ভরশীলতাহেতু তাদের উৎপত্তি, স্থিতি কিংবা লয় হয়। সংসার সত্তা সাপেক্ষ, নিরেপেক্ষ নয়। সংবৃত্তি সত্য হল বিকল্প এবং অবিদ্যা যুক্ত। পারমার্থিক সত্য হল চতুস্কোটি বিনির্মুক্ত, পরমসত্তা, জ্ঞানোৎপত্তির সকল হেতুপ্রত্যয়াদির প্রয়োগের অতিবর্তী, প্রপঞ্চশূন্য। সংবৃত্তি সত্য উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে

সংসারের সাপেক্ষসত্তা, নিঃস্বভাবতা উপলব্ধিই দুঃখসমুদায় ধ্বংস করে। সংবৃত্তি জ্ঞানের দ্বারাই পারমার্থিক সত্যকে জানা যায়। তাই তিনি জগতকে অস্বীকার করেন নি। অপরদিকে শঙ্করাচার্য তিন প্রকার সত্তা স্বীকার করেছেন। ভ্রম জ্ঞানের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রাতিভাসিক সত্তা, জগতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ব্যবহারিক সত্তা এবং ত্রিকালে অবাধিত পরমসত্তা অর্থাৎ ব্রহ্মের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি পারমার্থিক সত্তাকে স্বীকার করেছেন। যদিও ব্রহ্ম জ্ঞান প্রাপ্ত হলে তখন জগৎ মিথ্যারূপে জ্ঞাত হয়।

যদিও নাগার্জুন ও শঙ্করাচার্য্য যে দার্শনিক আলোচনা করেছেন সেখানে জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়ে স্পষ্ট কিছু পাওয়া যায় না। শঙ্করাচার্য্যের উদ্দেশ্য হল জগতের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সত্তা প্রতিষ্ঠা করা। সেই কারণে ব্রহ্ম ভিন্ন বাকি সব কিছু মিথ্যা প্রতিপাদন করায় তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি যথার্থ জ্ঞান লাভের জন্য ছয় প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেছেন, যথা- প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি। কিন্তু নাগার্জুনের দর্শনে আমরা দুই প্রকার প্রমাণ দেখতে পায়, যথা- প্রত্যক্ষ এবং অনুমান।

নাগার্জুন জগতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ গ্রহণ করলেও শঙ্করাচার্য্য তা মায়ার দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। নাগার্জুন এই জগতে সমগ্র বস্তুকে ক্ষণ সন্তান প্রবাহ বলেছেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণরূপে ব্রহ্মকে স্বীকার করেছেন। নাগার্জুনের দর্শনের আত্মজ্ঞান লাভের মাধ্যমে শূন্যতার জ্ঞান লাভ হয় না। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্ত মতানুসারে, যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন তিনি ব্রহ্ম।

রাহুল সাংকাত্যায়ণ তাঁর দর্শন দিগদর্শন গ্রন্থে বলেছেন- "শঙ্কর তাঁর সব গ্রন্থেই তাঁর মৌলিক চিন্তা তুলে ধরেছেন। কিন্তু বেদান্তসূত্রের প্রথম চারটি সূত্রের ভাষ্যের মধ্যে তিনি অধিক মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বৌদ্ধের সংবৃত্তি-সত্তা এবং পরম-সত্তাকে উপজীব্য করে ব্রহ্মকেই একমাত্র সৎ (অদ্বৈত) পদার্থ বলে মানতে গিয়ে তিনি ব্যবহারিক সত্যের পটভূমিতে বুদ্ধি-এবং-অবুদ্ধিগম্য সব ব্রাহ্মণ-সিদ্ধান্ত স্বীকার করে নিয়েছেন। "[৮]

পরিশেষে বলা যায় যে, অদ্বৈত বৈদান্তিকগণ মনে করেন শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবেদান্ত ও নাগার্জুনের শূন্যবাদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের বেশিরভাগ আধুনিক পণ্ডিতই মনে করেন যে শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবেদান্ত এবং নাগার্জুনের শূন্যবাদী মতবাদের মধ্যে খুব কম পার্থক্য রয়েছে। রাসবিহারী দাসের মন্তব্য "শূন্যবাদ ও ব্রহ্মবাদ পরস্পরবিরোধী। " কিন্তু এমন মন্তব্য করে রাসবিহারী দাস সিদ্ধান্তে আসেন, "তথাপি বিশ্লেষণ দেখিলে অন্তিম দৃষ্টিতে তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। কোন পার্থক্য থাকিলেও তাহা এতই সূক্ষ্ম যে সহজে ধরা পড়ে না। আমার মনে হয় শূন্যবাদী ও ব্রহ্মবাদী অনেকদূর পর্যন্ত একই নৌকার যাত্রী। অনেকদূর পর্যন্ত একসঙ্গে গিয়া রুচির বিভিন্নতা বশতঃ এক নৌকা ছাড়িয়া অন্য নৌকায় চড়িয়া দুজন পরস্পর বিপরীত দিকে চলিয়া গিয়াছেন। একসঙ্গে বসিয়া থাকিলেও কাহারো কোন

অসুবিধা হইত বলিয়া মনে হয় না। সহানুভূতির চক্ষে দেখিলে ব্রহ্মবাদী শূন্যবাদীকে শত্রু না ভাবিয়া মিত্র বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারেন। ”

তথ্যসূত্র:

১. The Great Philosophers by Karl Jaspers, translated by Ralph Manheim, page. 7

২. বৌদ্ধদর্শনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা, বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি, সম্পাদক ও অনুবাদক, সুকোমল চৌধুরী, সংস্কৃত কলেজ, ১৯৭৫, পৃঃ ১০৯

৩. সর্বদর্শনসংগ্রহ, অনু., সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৪

৪. অস্তিতাবদ্ ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং,
সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্। (ব্রঃ সুঃ শংভাষ্য ১।১।১)

৫. স্যাৎ পরমেশ্বরস্যাপি ইচ্ছাবশাৎ মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থম্। (ব্রঃ সুঃ শংভাষ্য ১।১।২০)

৬. আভাসস্য অবিদ্যাকৃতত্বাত্তাদাশ্রয়স্য সংসারস্য অবিদ্যাকৃতত্বোপপত্তিরিতি। (ব্রঃ সুঃ শংভাষ্য ২।৩।৫০)

৭. “মনসোহ্যমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে। ” (মাঃ কাঃ ৩। ৩১।)

৮. দর্শন দিগদর্শন ২য় খন্ড, রাহুল সাংকৃত্যায়ণ, চিরায়ত প্রকাশক প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৮, পৃঃ- ২৮১

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. মোহান্তি, দীলিপ কুমার, মাধ্যমিক দর্শনের রূপরেখা ও নাগার্জুনকৃত সংবৃত্তিবিগ্রহব্যবর্তনী, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৫.

২. সাংকৃত্যায়ণ, রাহুল (অনুবাদক- ছন্দা চট্টোপাধ্যায়), দর্শন দিগদর্শন, ২য় খন্ড, চিরায়ত প্রকাশক প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৮.

৩. সাংকৃত্যায়ণ, রাহুল (অনুবাদক- মলয় চট্টোপাধ্যায়), বৌদ্ধদর্শন, চিরায়ত প্রকাশক প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৯.

৪. শাস্ত্রী, ডঃ আশুতোষ, বেদান্তদর্শন- অদ্বৈতবাদ, ১ম খন্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় , কলকাতা, ১৯৪২.

৫. চট্টোপাধ্যায়, মধুমিতা, নাগার্জুনের দর্শন পরিক্রমা, মহাবোধী বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৫.

৬. সেন, দেবব্রত, ভারতীয় দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০১৪.

৭. চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি, সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ, ১ম খন্ড, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, ১৯৪৪।

৮. মিশ্র, প্রভাত, শংকরের দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০১৯।

৯. Hiriyanna, M, The Essentials of Indian Philosophy, Motilal Banarsidass Publishers Limited, Delhi, 1995.

১০. Chatterjee, Satischandramohon and Datta, Dhirendramohon, An Introduction to Indian Philosophy, University of Calcutta, Kolkata, 2011.

১১. Biswas, Kuheli, Is Nagarjuna a Philosophical Sadist?, Philosophy and Life-world, Vol-20, 2018.

১২. বিশ্বরূপানন্দঃ, স্বামী, বেদান্তদর্শনম্, ১ম. খন্ড উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৮০.

১৩. Kalupahana, J. David, Mulamadhyamakarika of Nagarjuna, Motilal Banarsidass Publishers Limited, Delhi, 1999.

১৪. Bhattacharya, Kamaleswar, The Dialectical Method of Nagarjuna Vigrahavyavartani, Motilal Banarsidass Publishers Limited, Delhi, 2002.

১৫. Dasgupta, Surendranath, A History of Indian Philosophy, Vol-1, Motilal Banarsidass Publishers Limited, Delhi, 2012.